অপরাহ্নের পাণ্ডুলিপি

হাফিজুর রহমান

ঐতিহ্য

সহধর্মিণী বুড়িকে

কবিতাসূচি

দু'হাজার বিশ ৯
আবাহন ১০
ফুল ১১
জীবনের পথে ১২
দ্বিধা ১৩
ঘুণপোকা ১৪
মুখোশ ১৫
প্রসঙ্গ : করোনা ১৬
গুনটানা ১৭
ভীত নই, ভাবিত হয়েছি ১৮
গ্লানিটুকু ১৯
সেই বাঁশিঅলা ২০
যুবতি যমুনাবতী ২১
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে ২২
অক্ষমতাগুলি ২৩
সূর্যমুখী ২৪
স্মৃতিময় শীতের শৈশবের
মুখোমুখি... ২৫
ফিরে এসো কবিতায় ২৭
কবিতার সুখদুঃখ ২৮
কোনো এক শীতের রাতে ২৯
গুরু-দক্ষিণাটুকু ৩০
মুহম্মদ কায়কোবাদ স্মরণে ৩১
মৃত্যু ৩২
প্রজন্ম-সংবাদ ৩৩
আত্মকথন ৩৪
এইতো সময় ৩৫
বসন্তের কবিতা ৩৬
৩৭ বোধ
৩৮ শৈশবস্মৃতি
৩৯ তুমি
৪০ একটি সূর্যোদয়
৪১ এই শরতে
৪২ চির-পুরাতন কথা
৪৩ যাই হে ঢাকা...
৪৪ সুখ
৪৫ পদ্য-অর্থহীন
৪৬ ফুল
৪৭ সবুজের কাছে
৪৮ পথ
৪৯ দ্বৈরথে
৫০ হ্যাধেলা মঠবাড়িয়া...
৫১ পিকাসোর চোখ
৫২ আড্ডাবাড়ি
৫৩ সংক্রমণ
৫৪ আত্ম-প্রতিকৃতি
৫৫ ডুমুরিয়া
৫৬ কবিতার কৌমার্যকথা
৫৭ আমি
৫৮ পথে-পথে
৫৯ হেঁয়ালিকথা
৬০ চৈত্রের চিত্রালী
৬১ তাই হোক তবে
৬২ কষ্ট
৬৩ নতুন পদ্য
৬৪ যুদ্ধ প্রাণপণে

রাতের আঁধারে ৬৫
পথিক ৬৬
মন, মনরে আমার ৬৭
শেষ-বিকেলের গান ৬৮
দ্বন্দ্ব ৬৯
শ্রাবণধারা-জলে ৭০
অলৌকিক কথোপকথন ৭১
মন ৭২
আলো ৭৩
কবিতার অনুকল্প ৭৪
প্রকৃতির মুখোমুখি হলে ৭৫
একটি চিত্রকল্পের জন্ম ৭৬
যে থাকে অন্তরে ৭৭
৭৮ ফেরা
৮০ শুভরাত্রি
৮২ স্পর্শ
৮৩ সময় বহিয়া যায়
৮৪ লোপার জন্মদিনে
৮৬ রাত বিরেতের গল্প
৮৮ পারম্পর্য
৮৯ তাকেই বলি
৯০ জয়শ্রী-জীবন
৯১ নতুন খেলাপারম্পর্য
৯৩ আকাঙ্ক্ষা
৯৪ একজন আবুল হাসান

দু'হাজার বিশ

এ কেমন বসন্তবিলাপধ্বনি ওড়ে চরাচরে
বসন্ত-বাতাস বহে, আকাশের নীলশাড়ি
তার বেলোয়াড়ি রঙে চতুর্দিক মাতালেও–
বাসন্তী আলাপে তবু নিমগ্ন হয়েছে কেউ!

দু'হাজার বিশ যেন বিষবৎ কাঁপায় হৃদয়
ফুলদল ফুটেছে গাছে গাছে, নরম হাওয়া
বয়ে যায় ঠিক–তবু সাপের ছোবলে মৃতপ্রায়
পৃথিবীর মানুষেরা বিষের যন্ত্রণাতলে নত ।

শুধু শুনি লক্ষাধিক মৃত্যুর কলঙ্ক, শুনি
পথে-ঘাটে নগরে-বন্দরে, গ্রাম্য -মেঠোপথে
নগরের শুনশান খাঁখাঁ রাজপথে অহেতুক
জ্যোৎস্নালোক পড়ে থাকে, বাসি-ফুল যেন ।

মৃত্যুর বন্দরে স্বপ্ন খোঁজে কেউ! মাটিচাপা
আঁধারের পরিণতি মানুষের হবে কোনদিন
দু'হাজার বিশ পৃথিবীকে দ্যাখাল বিস্ময়ে
নিয়তির কাছে মানুষেরা কত অসহায় আজো!

আবাহন

নষ্ট বললে কি পণ্ড হয় এ জীবন
বড্ড আশাবাদী মন যে মানে না তা!
আমরা কি দেখিনি বেহুলার ভাসান-ভেলা
জলে ভেসে-চলা প্রাক-পুরাতনী স্রোত-ব্যথা!

খোলস ছাড়াবার কৌশল যে-জন জানে,
সে কি কখনো বঞ্চিত হয় রসের অমৃত থেকে?
আঁধার আসে তো আলোর ইশারা হয়ে
আড়ালই তাকে ডাকে জীবনের দিকে!

জীবন তো এক ক্রম-বহমান মেঠোপথ
তুমি থামলেও থামে না কালের রথ!

ফুল

এক মুঠো ভালোবাসা করপুটে ধরে
দিয়েছে তো প্রেমাঞ্জলি মুগ্ধ-পদতলে,
ভীরুবুকে ছিল যারা দুঃখের অতলে
আজ তারে সাজিয়েছি দুটি যুক্ত-করে!

ভালোবাসা দগ্ধ করে বুঝিনি তো আগে
করতলে হাসে ফুল, আকুল অধর,
পার যদি ধরো হাত– কাঁপে থরথর
ফুলবন পূর্ণ হোক মুগ্ধ অনুরাগে!

ঘ্রাণসুখে প্রজাপতি পাখনা মেলুক
মাতাল রাত্রির কোলে নাচুক ঝিঁঝিঁরা
পুষ্পরেণু সৃষ্টিসুখে হোক মাতোয়ারা
ক্লেদাক্ত আঁধার ফুড়ে প্রভাত আসুক!

পৃথিবীটা ফুলময় হোক ঘ্রাণবতী
মানুষেরা খুঁজে নিক বিমুগ্ধ আরতি ।

জীবনের পথে

মরণ মানেই জীবনের সবশেষ নয়
মরণ-সমুদ্র-জলে রবে অনন্ত-বৈভবে
জীবন তখন বড্ড শ্লাঘ্য–বোধ হবে–
জীবন-যাপন যদি হয় ঋদ্ধ, প্রেমময়;

ভয়ভীতি অনুরাগ জীবনের ষড়রিপুদল
যেরকম দ্বিধাহীন ছোটে যোদ্ধা অকাতর
জীবনের প্রতিপদে ছুটে খোঁজে পথ-নবতর,
ফোটাবে কণ্টক জ্বালা, তবু রবে অবিচল ।

তাই ঘৃণা নয়, ঈর্ষা নয়, প্রেমহীনতাও নয়
ভয়ভীতিহীন জীবনের এই মুক্ত-রাজপথে
এসো না এগিয়ে যাই মরণের মহা-জয়রথে
জীবন উঠুক নেচে শর্তহীন মানবতাময়!

স্বর্গ নয়, পুণ্য নয়, মহামুক্তি লক্ষ্য হোক তবে
জীবনে পাবেই জয়, আত্মশক্তি ঢাল হয়ে রবে ।

দ্বিধা

আমার মাঝেই নিত্য তোমার প্রকাশ
আকার-সাকার বুঝি না যদিও খুব
আমি আছি বলে তুমিও দিয়েছ ডুব
আলোক-সমুদ্রে কই সত্যের উদ্ভাস!

মাটির উপরে মাটিময় বসবাসে
খুঁজে ফিরি আলো নিবিড় নিত্য-আঁধারে
তুমি আছ বলে বিরূপ বিশ্ব-মাঝারে
পেয়েছি যে ঠাঁই অলৌকিক বঙ্গবাসে।

জীবন-যাপনে রয়েছ অরূপ তুমি
চিনি, তবুও চিনতে পারি না আবার,
দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দুঃখ যে কাটে না আমার
জ্বলে বেদনা, সমুদ্র-সম মরুভূমি।

তবুও তোমার সত্য-স্বরূপ অচেনা
হবে না তবে কি আমাদের চেনা-জানা!

ঘুণপোকা

প্রকৃতির বৃক্ষরাজি পশু-পাখি অগণন প্রাণ
সকলেই মৃত্যুর অধীন জানি, মৃত্যুতে বিলীন,
মৃত্যুর অধীন হয়েও কেবল মানুষই চিরঞ্জীব–
তবু বিষধর ঘুণপোকা মানুষেরে করেছে নির্জীব ।

মৃত্যুই অমোঘ পরিণতি জীবনের, কেনা জানে
চলে যান যিনি, তাঁর শোকে করুণ ক্রন্দনধ্বনি
পুষ্পবৃষ্টির মতন ঝরে শবদেহে, বিষণ্ন-বর্ষণে–
কী অবাক দেখি আজ, প্রাণহীন দেহটাও বিষবৎ যেন ।

তবে কি মানুষ্যদেহ সুদৃশ্য কাঠের আলমারি
সেগুন বা মেহগনি যা-ই হোক, ঘুণ ধরলেই
ঝরঝর বালি ঝরে হৃদয়ের ঘরে, খুব অভ্যন্তরে–
আকাশে বাতাসে ওড়ে তার দুর্বিসহ ধুলো!

সভ্যতার বিষবাষ্প দেখিয়েছে মারণ ঝলক
পতঙ্গপ্রায় উড়িয়ে দাহ মানুষের চলেছে মড়ক!

মুখোশ

অবাক চোখে তাকিয়ে দেখি সব
মুখোশ এঁটে ঘুরছে পথে কারা!
মানুষ যেন! করছে কলরব,
ভাবছে বুঝি অন্ধ সবাই মরা!

মানুষ নামে পরিপার্শ্বেই ঘোরে
ব্যস্তবাগীশ কাজের পিছেই ছোটে,
অর্থহীনের অর্থ খুঁজে মরে
দিনের শেষে হয়তো কিছু জোটে

এতেই তারা বেজায় খুশি, ভাবে,
'দুনিয়াটাতো টাকায় কেনা যায়'!
এরা যে শুধু করুণাটুকুই পাবে
সেপথটিও কণ্টকময় হায়!

মানুষ তারা মানুষ নামে চলে
খাচ্ছেদাচ্ছে বুক উঁচিয়ে হেঁটে,
অথচ হায় মুখোশ খুলে নিলে
মনে হবে যে পশুর চেয়ে বেঁটে!

প্রসঙ্গ : করোনা

এতখানি ওলোট-পালোট হবে ভাবিনি কখনো
ভাবিনি পৃথিবী মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ, জীবনের সচল প্রবাহ
নিমেষেই স্থবির নিশ্চল বরফের মতো কেউ বন্দি করে রেখে দেবে
গৃহাভ্যন্তরের হিমঘরে। সমুদয় উড়াল পাখির ঠিকানা হবে
বারো বাই দশ দরদালানের অভ্যস্ত কুটিরে, বিছানার কোলে!

বিশ্ব-চরাচরে যেন ওড়ে বাজপাখি, শকুনের মতো অদ্ভুত করোনা
বৃক্ষরাজি আকাশ-বাতাস নদীজল, সমুদ্রের অতল সীমানা–
সর্বত্র কঠিন আঁচড়ে গেড়েছে বিপণ্নতার অদৃশ্য পতাকা, ভীতি!
তবু রাত্রিশেষে আলোর উদ্ভাসক্ষণে চারদিকে ডেকে ওঠে পাখিকুল,

আলোর বকুল সারাটা পৃথিবী আলোয় ভরালে প্রভাতবেলায়
পৃথিবীখানি সচল হয় প্রকৃতির জাগরণসুখে, দ্যাখে না মানুষ–
জানালার আরশির ওপারে গীতিময় বিলোল আলোয় ভাসা
অনবদ্য একটি একটি আসে দিন, তবু আলোর ঝর্নায় ভাসে না মানুষ!

করোনার বিহ্বল আতঙ্কে কাটে পৃথিবীর মানুষের দিনরাত্রিগুলি!
এতখানি ওলোট-পালোট হবে কেউ কি ভেবেছিল কোনদিন
অহোরাত্রি কাটত ভাবনার বেদনাদানা গুনে গুনে অনন্ত উদ্বেগে,
সভ্যতার পতাকার মতো এযুগের মানুষের অন্তহীন কাল কেটে যায়!